



224885 - ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা ও পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা এ দুটোর মাঝে কোন
স্ববরিোধতি নহে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ তার কতিবাবে বলছেন যে, তিনি আমাদেরকে নছিক তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করছেন। কিন্তু আমরা
কুরআনের অন্য কছু স্থানে পাই যে, তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করছেন। এটি কি স্ববরিোধতি নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা আর পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি এ দুটোর মাঝে কোন স্ববরিোধতি নহে; কারণ ইবাদতটাই
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটা পরীক্ষা। এর মাধ্যমে জানা যায়— কে ঈমানদার, আর কে কাফরে; কে অবাধ্য,
আর কে বাধ্য। এরপর তিনি নিকেকারকে তার নকে অনুযায়ী প্রতদিন দবিনে এবং পাপীকে তার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দবিনে।

পরীক্ষা: বালা-মুসবিতরে মাধ্যমে পরীক্ষার হকেমত হচ্চে বালা-মুসবিতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সটো যাচাই করা:
বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নয়োমত দয়োর মাধ্যমে পরীক্ষা করার হকেমত হচ্চে বান্দার অবস্থা
ফুটয়ি তোলো; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘন হয়ে যায়?!

প্রশ্নকারী ভাই এ দুটো বিষয়ের মাঝে স্ববরিোধতি রয়েছে মরমে দ্বিধাদন্দবে পড়ার কারণ বোধ হয় তিনি ধারণা করছেন
যে, ابتلاء (পরীক্ষা) শুধুমাত্র বপিদ-মুসবিতরে মাধ্যমে হয়ে থাকে; এতে যে ব্যক্তি ধরৈ ধরে সে সওয়াব পায়, আর যে
ব্যক্তি অধরৈ হয়ে যায় ও অকৃতজ্ঞ হয় সে গুনাহ কামাই করে ও শাস্তি পায়। এটি ابتلاء (পরীক্ষা) অর্থ সম্পর্কে
খণ্ডতি দৃষ্টিভিগি। সঠিকি দৃষ্টিভিগি হচ্চে এখানে ابتلاء দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে اختبار (পরীক্ষা)। এটি বালা-মুসবিত এর
চয়ে ব্যাপক। বনী আদমের সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বিষয়, জীবনের খুঁটিনাটি সবকছু পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার
জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার
রযিকি পরীক্ষা। তাকে ঘরিয়ে যা কছু আছে সবকছু তার জন্য পরীক্ষা। তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকছু আল্লাহর পক্ষ থেকে
বান্দার জন্য তার চলার পথ নির্বাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানের
বাধ্য হয়ে চলে; নাকি শয়তানের বাধ্য হয়ে চলে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন: “যনি সৃষ্টি করছেন মৃত্যু ও জীবন,
তমোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তমোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।”[সূরা



মূলক, আয়াত: ২] আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তিনিহি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আর্শ ছিল পানরি উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ট তা পরীক্ষা করার জন্য।”[সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সংকাজে তোমরা প্রত্যাগতি কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাভরণস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদে করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহতি করবেন।”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তিনিহি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয় আপনার রব দ্রুত শাস্তপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্রমাশীল, দয়াময়।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পছন্দে উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘পরীক্ষা’। এ পরীক্ষা মধ্যে রয়েছে ইবাদতের দায়িত্বগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে – সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতের ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভিত্তিতে – সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে কষ্টগ্রস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তিনি বিশ্বজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথিবীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা দিয়ে সুশোভিত করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি যেন পরীক্ষা করে নতি পান তাই মাখলুকদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবের পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়েছে সে বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- রবের বন্দগীরী করা; যে বন্দগীরীর মধ্যে নহিত রয়েছে রবের ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালিত হয়।[‘রওয়াতুল মুহিব্বীন’ পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে সমাপ্ত]

আল্লামা মুহাম্মদ আল-আমীন আল-শানক্বতি (রহঃ) সূরা যারিয়াত এর ৫৬ নং আয়াত “আমি মানুষ ও জ্বনি জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করছি” এর তাফসির করতে গিয়ে বলেন: এ আয়াতে কারীমার গবষণালব্ধ অর্থ হচ্ছে-ইনশাআল্লাহ-: ‘শুধু আমার ইবাদতের জন্য’ অর্থাৎ তাদেরকে শুধু আমার ইবাদত করার নিরীদশে দায়ের জন্য এবং দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর কর্ম অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতদিন দবি: ভাল আমল করলে ভাল; খারাপ আমল করলে খারাপ।

আমরা গবষণালব্ধ এজন্য বললাম যেহেতু আল্লাহর কতিবের অনেকে মুহকাম আয়াত এ অর্থটি নিরীদশে করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবের অনেকে স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাত করে তাদেরকে



পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে কর্মে উত্তম এবং তিনি তাদেরকে সৃজন করছেন যাত করে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মেরে প্রতদিন দিতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফেরে প্রথমদিকে বলেন:

“নশিচয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমরা সগেলোককে তার শোভা করছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যবে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ৭]

এ আয়াতগুলোতে পরস্কার করে দয়্যো হয়ছে যবে, সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হছে তাদেরকে এ পরীক্ষা করা যবে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। এটি আল্লাহর ‘আমার ইবাদতেরে জন্য...’ আয়াতকে ব্যাখ্যা করে দিছে। কুরআন দয়্যে কুরআন ব্যাখ্যা করা হছে কুরআন ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

এ কথা সুবদিতি যবে, আমলেরে ফলাফল পরিপূর্ণ হববে না নকেকারেরে নকেরে প্রতফিল ও পাপীর পাপেরে প্রতদিন দয়্যো ব্যতিরেকে। তাই, আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টিকরার গূঢ় রহস্য উল্লেখ করছেন। এরপর তাদেরকে পুনরুত্থানেরে কথা উল্লেখ করছেন: আর পুনরুত্থান হছে ভালো লোকেরে ভাল কাজেরে ও মন্দ লোকেরে মন্দ কাজেরে প্রতদিন দয়্যো। সূরা ইউনুসেরে সূচনাতবে আল্লাহ তাআলা বলেন: “সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনবে, তারপর সটোর পুনরাবৃত্তি ঘটাববে যারা ঈমান এনছে এবং সৎকাজ করছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতফিল প্রদানেরে জন্য। আর যারা কুফরী করছে তাদেরে জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা কুফরী করত।”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৪] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যাতবে তিনি তাদেরে কাজেরে প্রতফিল দিতে পারবেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারবেন যারা সৎকাজ করে।”[সূরা নাজম, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ তাআলা মানুষেরে এমন ধারণাকে নাকচ করে দয়্যিছেন যবে, তাকে অহতুক ছড়ে দয়্যো হয়ছে; তাকে কোন আদশে বা নশিধে করা হয়নি। তিনি আরও বর্ণনা করছেন যবে, তিনি ধাপে ধাপে স্থানান্তরতি করে তাকে অস্তিত্বে এনছেন; যাতবে মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবতি করতে পারবেন অর্থাৎ তার কর্মেরে প্রতদিন দিতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মানুষ কী মনে করে যবে, তাকে এমনি ছড়ে দয়্যো হববে? সবে কী বীর্যেরে স্থলতি শূক্রবন্দি ছিল না? তারপর সবে ‘আলাকায়’ পরিণতি হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টিকরনে এবং সূঠাম করনে। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টিকরনে যুগল নর ও নারী। তবুও কী সবে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবতি করতে সক্ষম নন?” [

[আয-ওয়াউল বায়ান ফি ইয়াহলি কুরআনি বুলি কুরআন (৭/৪৪৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।